পান বিচিত্রা

মনীন্দ্রনাথ আশা

'পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধুভাষা, বরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা।'

-ভোলা ময়রা

আমাদের আদিম অভ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কাঁচা পাতা চিবিয়ে খাওয়া অর্থাৎ পান খাওয়া। আর বর্তমানে হৃদয় ঘটিত অনুরাগের একটি আন্তর্জাতিক প্রতীক চিহ্ন তীর বিদ্ধ পান। দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার, সর্বত্র (মধ্য,পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত) পান চাষের প্রচলন আছে, সর্বত্র নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহারে পান একটি অপরিহার্য বস্তু। এর ভেষজ গুণ সর্বত্র বিদিত ও স্বীকৃত। এইগুণের জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে এর এত সমাদর। প্রাচীন আদি অষ্ট্রালয়েড, পলিনেশীয় মেলানেশীয় 'মন' ও 'খমের' জনগোষ্ঠীর লোকেরাই পানের চাষ প্রচলন করেছিলেন দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক কালের অনেক আগেই।

'পান' বাচক শব্দ আর্যরা নিজ ভাষায় না পেয়ে অনার্যভাষা থেকে গ্রহণ করল, কিংবা পত্রবাচক একটা সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতে লাগল। আর্য ভাষায় কোল জাতীয় 'তাম্বল' শব্দের প্রবেশ, এইভাবে সাধারণ পত্রবাচর সঃ 'পর্ণ > পন্ন > পান' শব্দের 'তাম্বুল পান' অর্থে সংকোচ ঘটল। খাসিয়া ভাষায় 'বল' অর্থে - পান। পানের পর্যায় কয়েকটি নাম ঃ ঋক্, যজু, সামবেদে পান -এর নাম পাওয়া যায় না। একমাত্র অথর্ববেদে 'সতশিরা' নামে এর সন্ধান মেলে। সপ্তশিরা (পানে প্রধান শিরা থাকে - ৭টা), নাগবল্লী, ভক্ষপত্র, ভুজঙ্গলতা, তাম্বুল (আসামে তাম্বুল মানে সুপারী পান তাম্বুল এক সঙ্গে পান বোঝায়), চৌরসিরা, কোয়াই প্রভৃতি। ওড়িয়া ও বাংলায় - পান, হিন্দীতে - পান, তাম্বুলী, বোম্বাই - পান, বিলিদেলে, মহারাষ্ট্রে - বিড়েচা পান, গুজরাটী - পান, নাগরবেল, তামিল - বেত্তিলাই, তেলেগু - তামলপাকু, নাগবল্লী, কানাড়ী - বিলিদেলে, মালয় - বেত্তা, বেত্তিলা, ব্রহ্ম - কুনিয়োই, কানিনেত, সিংহল - বলাত, আরব - তার্ণবোল, পারল্য - বর্গেতাঁবল, তাম্বল, ল্যাটিন -Sym-Chquia Betle ,উদ্ভিদ বিজ্ঞানে - Piper bettle। যাইহোক এর আসল শব্দ হচ্ছে - 'বর' যেখানে জন্মায় তাকে আমরা বলি 'বরজ', 'বর্' ও 'বরজ' যাদের জীবিকা তাদের আমরা বলি 'বারুজীবী' এর সংস্কৃত রূপ হচ্ছে - 'বারুজীবিন'।

বৈদিক সাহিত্যে পানের বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও জাতকের গল্পে, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র, ভাগবতের শ্লোকে, একাধিক পালিগ্রন্থ (বিষ্ণু শর্মা বলেছেন - পানে যে ১৩টি গুন আছে তা স্বর্গেও দুর্লভ)। 'রাজবল্লভ' -এ আছে - 'স্বর্গেহপি তৎ দুর্লভম্'। আর বলা হয়েছে - পান খেলে শরীরের ক্লান্তি ঘোচে, কথা বলার ক্ষমতা বাড়ে, এমনকি কবিত্ব শক্তি বাড়ে। সুশ্রুত সংহিতা (আয়ুর্বেদ) গ্রন্থে বলা হয়েছে আহারান্তে বিভিন্ন মশলা সহযোগে পান চর্বন করা উচিত। প্রাচীন সাহিত্য 'চরক সংহিতা' সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ 'মানসোল্লাস'-এ বলা হয়েছে - 'জীবনে যে ৮ রকম ভোগের কথা আছে, তার মধ্যে পান সেবন একটি। টীকাকার শ্রীধর বলেছেন, তাম্বুল খেয়ে তবে স্ত্রীর শয্যা গ্রহণ করা উচিত। হিতোপদেশে আছে, রাজবীরবরকে আগে পান দিয়ে সম্মান জানিয়ে, পরে দিলেন তার প্রাপ্য বেতন। 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে আছে রাজা অনন্তদেব ভীষণ পান - আসক্ত ছিলেন। একবার তিনি পানের দাম দিতে গিয়ে সিংহাসন ও মুকুট এক তাম্বলীর কাছে বন্ধক দেন। পরে রাণী সুর্যমতী নিজের অলংকার বিক্রী করে সেসব ফিরিয়ে আনেন। 'চর্যাপদে' আছে - 'হতা তাঁবোলা সুখে কর্পূর খাই' (অর্থাৎ কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল খাই মহাসুখে)। 'জ্যোতি নির্বন্ধ' ধর্মশাস্ত্রে পান, শুভমুহূর্তে ব্রাহ্মণকে তাম্বুল দানের, পুণ্য, দেব বন্দনায় পানের ভূমিকা মিত্র বা শত্রুর জন্য পান সাজবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পানের গুণাগুণ বিশেষভাবে বলা আছে। ভাগবতে আছে, রাধা তাঁর চিবানো পান কৃষ্ণকে দিয়ে জানিয়ে ছিলেন, আপনার সুগভীর ভক্তি ও ভালবাসা। কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে (শৃঙ্গার তিলক, রঘুবংশ) তাম্বুলে অধর রঞ্জিতাদের দেখা মেলে পদে পদে। কেবল পান - পাত্র বয়ে বেড়ানোর জন্যই একদল পরিচারিকা বহাল হতো রাজ অন্তঃপুরে। বাণভট্ট তাঁর 'কাদম্বরী'তে এদের তাম্বুল করঙ্কবাহিনী' বলে পরিচয় দিয়েছেন, (রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের পান বহনকারিনী 'পত্রলেখাকে' আবার সংবাদ বাহিকার ভূমিকাতেও দেখা গেছে)। দিল্লীর সুতলান বলবনের পঞ্চাশের অধিক ভৃত্যের একটা কাজ ছিল পান যোগানো।

পর্যটক মার্কপোলো, হিউয়েন সাঙ (যাঁর প্রতিদিন বরাদ্দ) ছিল ১২০টি পান আর ২০টি সুপারী, বার্নিয়ের, বিজয়নদর, রাজদূত, রজ্জাক, দুয়ার্তে বারসোত (পর্তুগীজ আধিকারি), সম্রাট আকবর - মন্ত্রী আবুল ফজল, আমীর খসরু প্রভৃতিদের পান বিবরণে অনেক চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা যায়।

গৌড় কবি শ্রীহর্ষ 'নৈষধীয়ে-র' বাইশ সর্গের শেষ শ্লোকে বলেন তিনি কশ্চিৎ 'কান্যকুব্জ রাজের নিকট থেকে আসন ও তাম্বুল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।' (তাম্বুলদ্বয় আসনঞ্চ লভতে যঃ কাব্যকুব্জে শ্বরাৎ) এটা তাঁর কাব্য প্রতিভার ও প্রজ্ঞার প্রতি সম্মান নিদর্শন।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের প্রেমে নিজেকে হারিয়ে তাকেই জীবনের সর্বস্ব মনে করে বললঃ 'হাথক দরপন মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।' অর্থাৎ তুমি আমার হাতে দর্পন মাথার ফুল নয়নের অঞ্জন ও মুখের তাম্বুল। 'ময়না মতীর গান' -এর নায়িকা ময়না পান খেতেন হরেক রকম মসলা সহযোগে। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে আছে 'গুআ পান দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে' এবং 'সকল ব্রাহ্মণ করায় ভোজন, সকলে দিলেন পান। দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকালে নিমন্ত্রিত বা আহুত ব্যক্তির কাছে দূত মারফৎ পান পাঠানো এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর পান বিতরণের প্রথা ছিল। দ্বিজ চন্ডীদাসের একটি পদে - ''মুখে মুখ দিয়া, পাগুয়া নিয়া/ ঘুরিয়ে বেড়ায় সুখে।'' কবি কঙ্কন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গলে - নানা আভরণ পরি ডালি করে নিল ঝারি/ বাস করে তাম্বুল সাঁপুড়া।' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' -'পান বিনা পাদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি'। বিজয় গুপ্তের 'মনসা মঙ্গলে' চাঁদ সদাগর নতুন দেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে, সে দেশের রাজাকে পান খাওয়া শেখালেন। ''চাঁদ বলে শুনরাজা আমার উত্তর, পৃথিবীতে বস্তু নাহি ইহার দোসর/ চূন পান গুয়া দিয়া যেথায় একত্র। /দেখিতে সুন্দর মুখ হয় পবিত্র।"

পান স্ত্রী জনন অঙ্গের সাদৃশ্য প্রতীকও বটে (কথিত সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র কন্যা লক্ষ্মী উত্থিত কালে পান পাতা দিয়ে তিনি লজ্জা নিবারণ করেছিলেন।) এই জন্যই বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গ লাভ করবার জন্য বড়াইকে দিয়ে রাধার কাছে পান পাঠান। কামাচর আমন্ত্রণ সূচক মনে করে পানগুলি রাধা/হানয়ে সকল গাত্র।/ যত নানা ফুল পান করপুর/ সব পেলাইল পাএ।"

বিবাহের সময়ে সাত পাকে বরণ সময়ে চোখে যে পান পাতা দিয়ে চাপা দেওয়া হয় কণের, তার কারণ হয়তো এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাই বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্য কোন রাজ্যে বা ব্রহ্ম মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় এক মাত্র পত্নী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে খিলি করা পান খেতে দেন না। সেকালের প্রভুরা বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে হাতে পান, পানফুল, গুয়া পান দিয়ে বরণ করার প্রথা ছিল। সভার মধ্যে থেকে পানের বিড়া (পান বন্দী) তোলা মানে সেকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। 'ততো মন্ত্রি বচনাদ আহূয় তাম্বুলং দত্ত্বাতদ্বর্ত নং দত্তবান' (হিতোপদেশ - বীরবর কথা)।" 'এত বলি সবায় মাঝে পাত্র এড়ে পান। হেনকালে উন্দেমেটে উঠাইলে পান' (ঘনরাম)।

হিন্দুদের যে কোন মাঙ্গলিক বা বিবাহ - আচার অনুষ্ঠানে পান অপরিহার্য। নববধূর সিঁতিতে যখন সিঁদূর দেওয়া হয়, তখন সেই সিঁদূর চিহ্ন পানের মত করে আঁকা হয়। এই পানাকৃত সিঁদূর সাধভক্ষণের সময়েও কপালে দেওয়া হয়। একে চিরায়ুষ্মতী ও সৌভাগ্যশালিনীর চিহ্ন বলে মনে করা হয়।

আগে বিবাহের 'জল সওয়া' অনুষ্টানে এয়োস্ত্রীরা 'মঙ্গল গান' গেয়ে প্রথমে অশোক বৃক্ষকে বন্দনা করে, পরে বরজ প্রভৃতি অভিষেক করে কণ্যার মঙ্গল কামনা করা হত। পূর্ব বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের প্রথম যে আচারটি পালন করা হয় তার নাম - ''পানখিল"। পানখিলের গান - ''সবে দেও গো পান খিলি হইয়া একমন / সুপারী কাটগো আয়গণ, / যার হস্তে সোনার কাটারী/ সে এইসে কাটে সুপারী।/ জয়জুকার দেওয়া হইয়া একমন।/ যার হস্তের সোনার খড়কি, সে এইসে দেও পানে খিলি।" বিবাহের অধিবাস দ্রব্যের মধ্যে পানও অন্যতম। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও ধনপতি সদাগরের বিবাহ উপলক্ষে যে অধিবাস প্রেরণ করা হয়েছিল, তা হলো - 'তৈল, সিঁদূর, পান, গুয়া, বাটাকরি গন্ধ চুয়া,/ আম্র দাড়িম্ব পাকা কাঁচা,/ পাটে ভরি নিল খই, ঘড়া ভরি ঘৃত দই,/ সাজায়্যা সুরঙ্গ নিল বাছা।" আসামের কামরূপ অঞ্চলে প্রাচীন বিবাহের গান ঃ 'পানত পত্র লেখি দিলাহে আইদেউ/ পানত পত্র লেখি দিলা।" এছাড়া বিবাহে 'খিচাগীত' বা বিভিন্ন ব্যঙ্গ গানে পানের ব্যবহার দেখা যায়। বরপক্ষের কাছ থেকে কন্যা পক্ষের মেয়েরা পান চেয়ে মাত্র একটি পান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পেয়ে, সভার মধ্যে মর্যাদা ক্ষুন্নের কারণে ও অভিমানে তাদের উদ্দেশ্যে - ''আখান্ তামুল দিল গুঁ বুলি যাচিলি/ মবিবা খুজিলো লাজে।/ আমি আয়তীর ভরম ভাঙ্গিলি/ এহি বাপু শুন, তোমার ভাইয়ের গুণ,/ ভনাত আনিছে তাম্বুল পান/ খতাদ আনিয়ে চুন। (ভনা - কলাগাছের খোলা, খদা - বড় ঝুড়ি)। এই অঞ্চলে বিবাহ স্থির হবার পর 'গন্ধ তৈল করা' একটি আচার অনুষ্ঠান আছে। তেলের সঙ্গে নানারকম গন্ধ দ্রব্য ও পান পাতা তেলে ফোটানো হয়। ঐ তেল প্রথমে গৃহদেবতার গায়ে কিছু দিয়ে পরে অধিবাসেও বিবাহে ৮-৯ দিন পর্যন্ত বর - কন্যার ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। এ অঞ্চলে বিবাহের নিমন্ত্রণের বিধি হচ্ছে একটি রূপা বা পিতলের সরায়-এ পান, সুপারী রেখে এক খন্ড নতুন কাপড় চাপা দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে যেতে হবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি পান - সুপারী তুলে নিয়ে বস্ত্র ফেরত দেন। দেশাচার অনুসারে পাত্রটি রূপা বা পিতলের না হলে তিনি নিমন্ত্রিত গ্রহণ করেন না। এমন কি মুসলমান সমাজেও বিবাহে পানের ব্যবহার আছে। চৌকির ওপর পান বিছিয়ে ৭ দিনের বাসি জলে (কলস কা পানি) মেয়েকে স্নান করানো হয়। আর আগে গ্রাম বাংলায় (বিশেষ করে নোয়াখালি অঞ্চলে) মুসলমান সমাজে বরের পালকি বা নৌকার সামনে লাঠিয়াল দল শুধু লাঠির কসরতই (নকল যুদ্ধ) দেখাত না, পাত্রী পক্ষকে আমন্ত্রণ করে 'খনা' বা 'ডাকের' ছড়াও কাটানো হত। এই সব লাঠিয়ালদের বলা হত 'বরকন্দাজ', প্রকৃতপক্ষে নবাবী আমলে (লক্ষ্মৌ) পানকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আরও উপাদেয় করে তোলা হয়েছিল, আস্বাদে তার তুলনা নেই, এবং বলতে গেলে তা এক আর্টের পর্যায়ে পড়ে।

বিবাহের পানের ব্যবহারটি সুদূর বিস্তৃত। এটা একটা 'Indo-Malayasian culture trait' বলে দাবী করা হয়ে থাকে। মালয় উপদ্বীপে বিবাহ - প্রস্তাবের পান [Pledge] স্বরূপ রান উপহার দেওয়া হয়। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করবার কালে বোর্নিও দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে কণ্যার পিতাকে পান দিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়। মালয় দ্বীপেও এই রীতি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের রীতির আশ্চর্য সাদৃস্য দেখা যায়। যেমন ''The leaf is sent to typify the formal proposal of marriage. One of the youth's representatives, going with others to meet the girl's parents, takes a betal-leaf tray furnished with usual betal pledge of young daughters betrothal. The passing of betal leaf between the families signifies the formal acceptance" - (Penzer VIII, 209)। সোলিবিস দ্বীপে কণের বাটাটি বরকে উপহার দেওয়া হয়। হালমাহার দ্বীপের অধিবাসীদের পান উপহার দিয়ে উভয় পক্ষই বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন। কেই নামক দ্বীপে বনদম্পতি নিজেদের মধ্যে পান বিনিময় করে থাকে। আরু উপজাতির নবদম্পতি প্রথমেই একসঙ্গে পান খেয়ে বিবাহের অন্যান্য আচার পালন করে থাকে। নিউ গিনিতেও প্রায় অনুরূপ আচারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব স্থানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচলিত আচারের মিল

দেখে মনে হয় এই প্রথা প্রাগার্য যুগ থেকেই বাংলাদেশে ছিল। পান প্রায় ৪০ প্রকারের হয়। তার মধ্যে বাংলা পানের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে গেচো বেড় (গাছে উঠে যায়), গাজিপুরী, ভাবনা বাঙাল, হাতকে বাঙাল, গুলে বাঙাল, ঢল বাঙাল, ভেড়ামারি, বাগের বাটি (ঝাল, খুলনা অঞ্চল), হরগৌরী, (অর্ধেক সাদা, অর্ধেক সবুজ), বাংলা সাঁচী বা কাসা, কর্পূর কাটি বা জোয়ান কাটি, মিঠা ইত্যাদি। পান পাতা সব চেয়ে দীর্ঘ হয় প্রায় ১ ফুটের মত (বিশেষ প্রজাতি)। ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি পান উৎপন্ন হয় (মেদিনীপুর জেলাতেই সর্বাধিক)। পাঁচ লক্ষেরও বেশি চাষী এই কাজে নিযুক্ত। তাঁরা প্রায় ৩০ হাজার এলাকায় ৩ লক্ষ বরজে পান চাষ করে রাজ্যের বাইরে পাঠান, যার দাম প্রায় শ'কোটি টাকার ওপর। এই চাষ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখিন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, এর উন্নতি কল্পে। বারুজীবী সম্প্রদায় ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই কাজে নিযুক্ত। পানের ভেষজ গুণ - পানের রোগ - নিরোধক ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন রোগে তার ব্যবহারও আছে। পানের এই ভেষজগুণ সর্বত্রই বিদিত। শাস্ত্রে বিধান আছে বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারি ও তপস্বীদের পান খাওয়া নাকি নিষিদ্ধ। এছাড়া বোঁটা থেকে প্রধান শিরা ও অগ্রভাগ ছিঁড়ে পান সাজা হয়। তার কারণ নাকি পানের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূল ভাগে যশ আর মধ্য দেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করে। যদি কেউ এগুলো না মেনে খান তবে, তবে মূল দেশ খাওয়ার জন্য ব্যাধি, অগ্রভাগের জন্য পাপ সঞ্চয়, চূর্ণ পত্র খেলে পরমায়ু হ্রাস এবং বোঁটা খেলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। পানের রসের প্রথম পিক্ বিষবৎ, দ্বিতীয় পিকভেদক ও দুর্জর তাই ফেলে দিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় রস থেকে অমৃতবৎ। এক সময় এই পানকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল নানান কুটির শিল্প, যেমন - নক্সী থালি বা বটুয়া (দুর্জনী, ডাবর বা বাটা, মোঁপড়া, খাসদান, ডিবে, কারুকার্যময় জাঁতি ইত্যাদি।)

বিভিন্ন ছড়া - প্রবাদ ও লোক সঙ্গীতে পান-

খনার বচন - 'পান পুঁতে শ্রাবণে, / খেয়ে না ফুরায় রাবণে।'

ধাঁধা - ''সতত অন্দরে থাকে, না হয় রমণী,/ যুবায় না চাহে বুড়ায় আদরিনী। / কহে কবি রঙ্গিনী পিল্লীকার ছন্দ/ মুর্খেতে বুঝিতে নারে পন্ডিতে ধন্দ।''

বৃষ্টি মন্ত্র - 'খাজুর পাতা হল্‌দি। / মেঘ নাম জল্‌দি।/ এক বিড়া পান / ঝুপ ঝুপাইয়া নাম।' - (ময়মনসিংহ)।

শিশু সাহিত্য - 'আয় রঙ্গ হাটে যাই/ গুয়া পান কিনে খাই/ একটা পান ফোঁপড়া/ মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।'

ঘুম পাড়ানি গান - 'ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেও।/ বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও।'

মেয়েলি ব্রত - 'পান পান পানুটি / তুলে ধরা মজা/ বাপ গিয়েছে বিদেশে/ ভাই হয়েছে রাজা।'

ছড়া - প্রবাদ - 'ভালবাসার এমনি গুণ / মজে পানের সঙ্গে যেমনি চুণ।'

ঝুমুর - 'বলরামপুরের টাঁড়ে, পাকা পাকা পান/ পাতে লিতে লিতে পান মুখে লালে লাল।'

সঙগান - 'জীবিকার উপায় এবে নাহিক সংস্থান/ পথের ধারে বসে তাই বিক্রী করি পান।'

ছাদ পেটানোর গান - 'তুমি হবে পান সুপারী, আমি হব জাঁতি/ তোমার সাথে কইব কথা দিবস রাতি জাগি।'

টুসু - 'পর পাড়ার টুসু তুমি, নামো পাড়ায় যেয়ো না,/ মাঝ ঝুলিতে সতীন আছে, পান দিলে পান খেয়ো না।'

ভাওয়াইয়া - 'তালের মত গুয়া বন্ধু হে, কুলীর মতন পান/ পাটা ভরা সুপারি আছে/ আমার বাড়ী যান।'

ভাদু - 'পানের খিলি হাতে করে সংকেত স্বস্তি বচন।'

রঙ্গ রসের গান - 'ছানুর শ্বাশুড়ী আমার জান, / পয়সা দিল কড়ি দিল, খেতে নাহি দিল পান।'

বলতে গেলে পানের সাত কাহন শেষ হবার নয়। আজকাল নানা ধরণের পান - মশলা বাজারে চালু আছে। এক খিলি পানের মূল্য ন্যুনপক্ষে ১টাকা। নিয়ম মেনে পান খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত পান খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কথায় বলে - 'হাত শুদ্ধি দানে, মুখ শুদ্ধি পানে।' আর পান থেকে চুন খসলেই কারই বা না রাগ বলুন। আর বর্তমানে পান না খাওয়ালে কোণ্ কাজটাই বা সহজে হয়। পান-এর সব ভাল, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের পংক্তিতে পান বিতরণ মানে সভা ভঙ্গের ঘোষণা।

তথ্য সূত্র ঃ—

১. বাইশ কবির মনসা মঙ্গল - ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২. ব্যক্তিগত পত্র - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বঙ্গীয় শব্দ কোষ।

৩. তাম্বুল বিলাস - দেশ, ২৮/০৪/১৯৭৯, আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি - বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী।